খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফা মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কতৃক ২২ শে আগষ্ট ২০১৪ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

আমরা অতিথি সেবা করবো, আমাদেরকে অতিথি সেবা করতে হবে। আর এমন সেবা করতে হবে এমন খেদমত করতে হবে যা অন্যদের প্রকৃত অর্থে আনন্দিত করে। তাই আমাদের আগমনকারী সকল অতিথিদের আমাদের পক্ষ থেকে সেভাবে আনন্দ পাওয়া উচিত যেভাবে কোন নিকটাত্মীয়কে দেখে মানুষ আনন্দ পায়। এমন আনন্দ যদি কেউ পেয়ে থাকে, কেবল তবেই খেদমত এবং সেবার দায়িত্ব পালিত হয়ে থাকে।

তাশাহুদ,তাউয,তাসমিয়া এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর (আইঃ) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ইন-শা-আল্লাহ্ যুক্তরাজ্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বার্ষিক জলসা আগামী জুমা থেকে আরম্ভ হতে যাচ্ছে। জলসা গাহ বা জলসা স্থল, যেখানে পুরো জলসার ব্যবস্থা হয়ে থাকে অর্থাৎ হাদীকাতুল মাহ্দীর কথা বলছি, সেখানে এখন পর্যন্ত প্রস্তুতি কাজ অনেকটা সম্পন্ন হয়েছে। অতিথিদের সুভাগমন হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সেই সকল অতিথি বা মেহমানদের যারা জলসার কল্যাণরাজি অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করছেন বা সফর রত রয়েছেন বা এসেগেছেন বা কিছু দিনের মধ্যে আসবেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার হেফযত করুন। শুধু আহমদী নয়, বরং পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ হেফযতের গন্ডিতে রাখুন। তারা যেন সেই শান্তি এবং সেই প্রশান্তি লাভ করতে পারে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে পাঠিয়েছেন।

আমরা জানি যে, আমাদের জলসার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে স্বেচ্ছাসেবা মূলক কর্মকান্ডের প্রেরণার ভিত্তিতে। এ দৃষ্টিকোন থেকে জলসার এক জুমা পূর্বে আমি কর্মীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকি, তাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি। এখন আমি এ সম্পর্কে কয়েকটি কথা কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, তাদের প্রেক্ষাপটে কিছু বলতে চাই।

যাইহোক, এখন যেহেতু আমি জলসার অতিথিদের দৃষ্টিকোন থেকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, তাই আমার সব কথার কেন্দ্রবিন্দু হবে, 'জলসা সালানা'। জলসায় আগমনকারী অতিথি, যেভাবে আমি বলেছি, তারা এখানে আসেন, জলসার জন্য আসছেন, সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এসে থাকেন, অংশগ্রহণকারীদের এটিই মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যদি উদ্দেশ্য এটিই হয়, তাহলে অতিথির গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়। বিশেষ আমরা যখন দেখি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জলসায় অংশগ্রণের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, আর এটিকে খাঁটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যের ধারক এবং বাহক আখ্যায়িত করেছেন বা চিহ্নিত করেছেন, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম আখ্যায়িত করেছেন। এর মাধ্যমে এ জলসার গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়। আগমনকারী কোন ব্যক্তি স্বার্থে আসেন না, কোন জাগতিক আনন্দ-উল্লাসে অংশ নেয়ার জন্য আসেন না। যদি কেউ এই উদ্দেশ্যে এসে থাকে তাহলে সে নিজের সকল সোয়াব বা

পূণ্যকে জলাঞ্জলী দেয়। অতএব এখানে আগমনকারী মেহমান যাদের সেবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার জন্য নিষ্ঠাবান, নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিরা নিজেদের সেবা পেশ করে থাকেন তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এরা সাধারণ মেহমান নয় বরং যুগ ইমামের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনার ডাকে তারা সাড়া দাতা। তারা এমন মেহমান যারা আল্লাহ্ তা'লার ডাকে সমবেত হয়ে থাকে।

অনেক সময় সাধ্যাতিত অর্থ ব্যয় করে করে এখানে এসে থাকেন। আর বহুদূর পথ অতিক্রম করে বা সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে তারা এখানে এসে থাকেন যেন এই সফর সকল অর্থে কল্যানবহ হয়ে থাকে। খিলাফতের প্রতি ভালবাসা তাদের এই চেতনায় সমৃদ্ধ করে যে, তাদের এই সফর খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে সাক্ষাতেরও কারণ হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষজন এসে থাকেন। নতুন বয়াতকারীরাও রয়েছেন। পুরনো আহমদীও রয়েছেন। এই আগমনকারীদের চোখে যখন খিলাফতের প্রতি ভালবাসা দেখি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রেরণা এবং চেতনা আরও বেড়ে যায় যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা মুমেনদের হৃদয়ে খিলাফতের প্রতি ভালবাসা সঞ্চার করেছেন। কোন মানবীয় প্রচেষ্টায় এটি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আর এর একমাত্র হলো আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে পাঠিয়ে তার মাধ্যমে এই ব্যবস্থাপনার গোড়াপত্তন করেছেন যেন ইসলামের প্রকৃত ও সঠিক শিক্ষা সর্ম্পকে পৃথিবীকে অবহিত করা যায়। যেন ইসলামের প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার বাণী পৃথিবীকে অবহিত করা যায়। এজন্য যে, পৃথিবীকে যেন এটি বলা যায়, পৃথিবীর শান্তি এখন প্রকৃত ইসলামের মধ্যেই নিহিত। এই সকল কথাগুলো দেখা, শুনা এবং শেখার জন্যই মানুষজন এখানে এসে থাকে। আর এই কারণেই খিলাফতের ভালবাসায় তারা সমৃদ্ধ। ইংল্যান্ডের জলসায় বিশেষ করে অনেক মানুষ এসে থাকেন জলসার আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্যে। জ্ঞানগত, শিক্ষামূলক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং মসীহ্ মাওউদের দোয়ার তারা এর ফলে উত্তরাধিকারী হবে। খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে সাক্ষাতও হয়ে যাবে। আর তাই এখানে আগমনকারী আহমদীরা এমন প্রেরণায় সমৃদ্ধ থাকেন যা পৃথিবীর অন্য কোন জাগতিক সর্ম্পকের মাঝে দেখা যায় না। আর এ কথাগুলোই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বয়াতের শর্তাবলীতে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

অতএব এখানে আগমনকারী অতিথিদের মর্যাদা একটি বিশেষ পদমর্যাদা। আর এর গুরুত্ব রয়েছে।এ কারণেই এই সকল অতিথিদের সেবাকারী দলের গুরুত্ব বেড়ে যায়। এ গুরুত্ব অনুধাবন করেই জামাতের সভ্য এবং সদস্যরা সেচ্ছাসেবামূলক প্রেরণার অধীনেই নিজেদের খেদমত করে থাকেন, সেবা দিয়ে থাকেন। জাগতিক থেকে একজন কর্মকর্তা যাদের উপার্জনও অনেক বেশি তারা অনেক সময় খাবার রান্না করা, খাবার রুটি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া এমনকি যদি টয়লেট পরিস্কার করার কাজেও তাদেরকে নিয়োজিত করা হয় তখন তারা তা স্বতস্ফূর্তভাবে, সানন্দে তারা তা করে থাকে। এর কারণ হলো এই সকল অতিথিদের সেবা করে তারা অশেষ দোয়ার উত্তরাধিকারী হয়। এই সকল কর্মীরা অআহমদী অতিথিদের জন্যেও তবলীগের কারণ হয়ে থাকে। এক বালক যখন জলসাগাহে ঘুরে ঘুরে পানি পান করায় সেও এক নীরব তবলীগ করে। পৃথিবীকে সে নিজ কর্মের মাধ্যমে এটিই বলে থাকে যে, আমরা এমন জাতি যারা পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্যে আসি নি বরং আমরা তাদেরকে জাগতিক পানিও পান করাই এবং তাদের আধ্যাত্মিক পিপাসাও নিবারণ করি। অতএব

অতিথিদের গুরুত্ব মেজবান বা অতিথিসেবকদের গুরুত্বকেও বাড়িয়ে দেয়। আর এই জিনিস পৃথিবীর অন্য কোথাও চোখে পড়া সম্ভব নয়। অতএব সৌভাগ্যবান সেই কর্মী সেই সেচ্ছাসেবী যে এমন অতিথি সেবার জন্য নিজের খেদমত পেশ করে খোদার সন্তুষ্টি সে লাভ করে। কুরআন শরীফে আল্লাহ তালা অতিথি এবং অতিথি সেবার ওপর অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদমর্যাদা এবং তার গুণাবলীর কথা যেখানে উল্লেখ করেছেন সেখানে তার অতিথি সেবার যে বৈশিষ্ট ছিল তা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। অতএব সেই মেজবান বা অতিথি সেবক যে নিঃসার্থ ভাবে আতিথেয়তা করে মেহমানের সেবা করে অতিথি বা মেহমানকে দেখতেই অন্যসব কাজ ছেড়ে দিয়ে মেহমানের সেবার মানষে প্রস্তুতি আরম্ভ করে এমন লোকদের খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কেননা তারা জানেন যে এই অতিথি সেবার মাধ্যমে খোদা সন্তুষ্ট হবেন। খোদার সন্তুষ্টি আসলে তাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে। কোন কামনা বাসনা কোন উদ্দেশ্য কোন ধন্যবাদ আদায় করা তাদের উদ্দেশ্য হয় না।

অতএব এই পৃথিবীতে না এমন অতিথির কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় যারা খোদা তালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সফর করে। যাদের কোন জাগতিক উদ্দেশ্য নেই স্বার্থ নেই। আর না এমন মেজবান কোথাও দেখবেন যারা সম্পূর্ন ভাবে খোদার সন্তুষ্টির জন্য মেজবানী বা আতিথ্য করে থাকেন। এই সুন্দর এবং আকর্ষনীয় চিত্র কেবল আমরা জামাতে আহমদীয়াতেই দেখি আর এর কারণ হলো আল্লাহ এবং রসূলের নির্দেশ অনুসারে যুগ ইমামকে তারা মেনেছেন। এই জন্য যে তারা খেলাফতের মালার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই জন্য যে তারা নিজেদের অঙ্গিকার রক্ষার চেষ্টা করেন। এই অঙ্গিকার রক্ষার চেষ্টা করেন যে আমরা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিব। বছরের পর বছর আমাদের এটিই অভিজ্ঞতা চলে আসছে যে প্রত্যেক ছোট বড় নর-নারী বালক-বৃদ্ধ সকলেই একটা বিশেষ চেতনার অধিনে সেবা করে থাকেন। এতে কোন সন্দেহ নাই যে এই খেদমত ও সেবা এ বছরও প্রেরণায় সমৃদ্ধ হবে বা হচ্ছে। আমি যে ওয়াকারে আমল এবং সেচ্ছাসেবা মূলক কাজের যে রিপোর্ট পাচ্ছি তা থেকে বুঝা যায় আল্লাহা তালার ফযলে এমন যুবকরা রয়েছে যারা ওয়াকফে আরজীর অধিনে সেচ্ছাসেবা মূলক কাজ করছেন ওয়াকারে আমল করছেন। যাদের পূর্বে কোন অভিজ্ঞতাই ছিলনা। তাই সঠিক পথের দিশা দেয়া আমাদের জন্য আবশ্যক। একারণে আল্লাহ তালা স্মরণ করানোর নসিহত করেছেন কুরআনে যে সঠিক পথের দিশা যেন মানুষের লাভ হয়। অবশ্যই সঠিক পথ দেখানো আর সঠিক অর্থে নেতৃত্ব দেয়া আর সদুপদেশ দেয়ার ফলে মানুষের অভ্যাসে প্রকৃতিতে এবং স্বভাবে পরিবর্তন আসে। অনেক নবাগত এমন রয়েছে যারা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নয় তাদেরকেও খেদমতের প্রকৃত প্রেরণার যে গুরুত্ব রয়েছে সে সম্পর্কে বলা উচিত। যদিও এই নবাগতদের অধিকাংশ অন্যদের আর্দশ দেখে আচার ব্যবহার দেখে খেদমতের জন্য সেবার জন্য এগিয়ে আসেন। কিন্তু তারপরেও মনযোগ আকষর্নের একটি গুরুত্ব থেকেই যায়। অনুরূপ ভাবে বাচ্চারা আসছে তাদের মনযোগ আকষর্ন করতে হয় ডিউটির প্রতি বা খেদমতের প্রতি। অতিথি সেবার ক্ষেত্রে খেদমতের বা সেবার গুরুত্ব স্পষ্ট করার জন্য তাদেরকে নসিহত করতে হয় সদুপদেশ দিতে হয়। সে কারণে আল্লাহ তালা বলেন যে **ওয়া যাক্কির ইন্নায যিকরা তানফাউল মোমেনীন**। অর্থাৎ স্মরণ করাতে থাকো স্মরণ করিয়ে যাও কেননা স্মরণ করানো মোমেনদের জন্য কল্যাণবহ হয়ে থাকে। আল্লাহ তালার কোন নির্দেশ হিকমত শূণ্য নয় বা প্রজ্ঞা শূণ্য নয়।

তাই সকল পুরুষ ও মহিলা কর্মীর এই চেতনা থাকতে হবে যে এরা মুসাফের। এরা আমাদের মুসাফের অতিথি এদের সেবা করতে হবে। তাদের সাথে সকল অর্থে সদ ব্যবহার করতে হবে। অনেক সময় অনেক অতিথির ব্যবহার ভ্রান্ত ও অন্যায়ও হয়ে থাকে কিন্তু কর্মীদের বড় মনের পরিচয় দেয়া উচিত ধৈর্য্যের দৃষ্টি কোণ থেকে। সকল বিভাগের কর্মীদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা উচিত। আল্লাহ তালা নবীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে আমাদের মনযোগ এদিকে আকর্ষন করেছেন যে অতিথিকে কি ভাবে দেখা শুনা করতে হয়। অতিথির সালামের উত্তরে আরো বেশী আন্তরিকতার সাথে সালামের উত্তর দেয়া উচিত। তার জন্য শুভকামনা থাকা উচিত। তাকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দিতে হবে আনন্দ প্রকাশ করতে হবে। প্রকৃত শান্তি এবং নিরাপত্তা মানুষ তখন বোধ করে যখন কেউ আনন্দ পায়!

তাই সব সময় একথা দৃষ্টিগোচর থাকা চাই যে আমরা অতিথি সেবা করবো, আমাদেরকে অতিথি সেবা করতে হবে। আর এমন সেবা করতে হবে এমন খেদমত করতে হবে যা অন্যদের প্রকৃত অর্থে আনন্দিত করে। তাই আমাদের আগমনকারী সকল অতিথিদের আমাদের পক্ষ থেকে সেভাবে আনন্দ পাওয়া উচিত যেভাবে কোন নিকটাত্মীয়কে দেখে মানুষ আনন্দ পায়। এমন আনন্দ যদি কেউ পেয়ে থাকে, কেবল তবেই খেদমত এবং সেবার দায়িত্ব পালিত হয়ে থাকে। এরপর মেহমান নেয়াজী বা আতিথেয়তার যেই মানদন্ড আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা হলো, আমাদের সকল উপায় উপকরন এবং পরিস্থিতি অনুসারে সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম আতিথেয়তার সুযোগসুবিধা আমাদের সৃষ্টি করা উচিত। ব্যবস্থাপকদের এ সম্পর্কে সব সময় ভাবা উচিত। পরিকল্পনা করা উচিত।

আর আল্লাহ তালা আমাদের কাছে এ ধরনের আতিথেয়তা চান। সর্বোত্তম সুযোগ সুবিধা যেন অতিথিদের দেয়া হয়। মহানবী (স.) যিনি খোদার নির্দেশ সবচে ভাল বুঝতেন। এবং এর উপর নিজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে কিভাবে আমাদের পথের দিশা দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, অতিথিদের কিছু প্রাপ্য আছে তোমাদের কাছে। তা প্রদান কর। এমন দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই যে হঠাৎ করে অতিথি বেশি এসে গেছেন। তিনি সাহাবাদের মাঝে তাদের বন্টন করেন এবং নিজেও কিছু অতিথি নিজের ঘরে নিয়ে যান। ঘরে গিয়ে জানা যায় যে কিঞ্চিত পরিমান খাবার বা পানীয় রয়েছে্। হযরত আয়েশাকে যখন তিনি জিজ্ঞেস করেন তখন তিনি (রা.) বলেন এটা শুধু আপনার ইফতারির জন্য রেখেছি্ ।ঘরে শুধূ তা্ আছে আর কিছু নেই। তিনি (স.) তা থেকে সামান্য পরিমাণ মুখে দেন আর অতিথিকে এর পর বলেন তুমি খাও। আর হাদীস থেকে এটিও জানা যায় সেই যৎ সামান্য খাবার যা হযরত আয়েশার কথা অনুসারে মহানবী (স.)এর ইফতারের জন্য ছিল তা খেয়ে অতিথিরা তৃপ্তি লাভ করেন।

তিনি (স.) সাহাবাদের এভাবে তরবিয়ত করেছেন। তাদেরকে সুশিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবারাও অতিথি সেবার নিস্বার্থ চেতনায় এবং প্রেরনা সমৃদ্ধ ছিলেন। আর অতিথির এই অধিকারই মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন আর মুমেনদের মনোযোগ আকর্ষন করেছেন যে, অতিথির অধিকার দাও আর তিনি (সা.) পবিত্র তরবিয়ত এবং প্রশিক্ষণেরই সুফল যে সাহাবাদের মাঝে তার অনুকরণের , অনুসরণের প্রবল আন্তরিকতা ছিল আর এ কারণেই তাদের জীবনে অতিথি সেবার বহু আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। এমন সব অতিথি সেবার দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, যা খোদা তা'লাকেও সন্তষ্ট করেছে। এই অতিথি সেবা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ যখন চলছিল তখন আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর সামনে তা প্রকাশ করেছেন। কত মহান, কত মর্যাদাবান

অথিথি সেবাকারী তারা ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততি যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তারা সাধুবাদ পেয়েছেন। এর বিস্তারিত বিবরণ একটি হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, এক পথিক মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন। তখন মহানবী (সা.) ঘরে সংবাদ পাঠালেন অতিথিদের জন্য খাবার পাঠাও। উত্তর আসে আজ ঘরে পানি ছাড়া আর কিছু নেই। হুযুর (সা.) তখন সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেন, এই অতিথি সেবা কে করবে? এক আনসারী বলেন যে, হুযূর আমি ব্যবস্থা করছি। তিনি ঘরে যান স্ত্রীকে বলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মেহমানের সেবা সশ্রুষার ব্যবস্থা কর। তার স্ত্রী বলেন, ঘরে শুধু বাচ্চাদের জন্য যত-সামান্য খাবার রয়েছে। আমাদের নিজেদের খাবারের জন্য কিছু নেই। আনসারী বলেন, তুমি খাবার প্রস্তুত কর এরপর চেরাগ জ্বালাও। বাচ্চাদের খাবার যখন সময় আসে তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। সেই মহিলা খাবার প্রস্তুত করেন চেরাগ জ্বালান। বাচ্চাদেরকে কোনভাবে ঘুম পাড়িয়ে দেন এরপর চেরাগ সঠিক স্থানে রাখার বাহানায় উঠে প্রদিপ নিভিয়ে দেন। এরপর উভয়ে অতিথির সাথে বসে এটিই প্রকাশ করছিলেন যে, যেন তারা খাবার খাচ্ছেন। তারা উভয়েই রাত ক্ষুধার্ত কাটান। প্রভাতে সেই আনসারী যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হন তিনি মুচকি হেসে বলেন, তোমার রাতের কর্মকাণ্ড ও পরিকল্পনা দেখে আল্লাহ্ তালাও মুচকি হেসেছেন। অর্থাৎ বা তোমাদের এই কাজ আল্লাহ্ তালা খুবই পছন্দ করেছেন। এ সম্পর্কেই কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, **ওয়া ইউসিরুনা আলা আনফুসিহিম ওয়া লাও কানা বিহিম খাসাসা মাইঁ ইউক্বা শুহ্‌হা নাফসিহি ফা উলাইকা হুমুল মুফলেহূন।** অর্থাৎ এরা পবিত্র হৃদয় এবং ত্যাগী, নিষ্ঠাবান মোমেন যারা নিজ সত্তার উপর অন্যদের প্রাধান্য দেয় অথচ তারা নিজেরা অভাবি এবং ক্ষুধার্ত এবং যাদেরকে হৃদয়ের কার্পন্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম হবে। হুযূর বলছেন, তাই আজও এ কথা আমাদের দৃষ্টিতে রাখতে হবে। আজকাল যে মেহমান আসছেন তারা মহানবী সা.-এর নিবেদিত প্রাণ প্রেমিক মসীহ মাওউদের মেহমান। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সফর করে আগমনকারী তারা। আজ পরিস্থিতি ভিন্ন হলেও লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য একই। আজকে কমীদের যখন বিভিন্ন সেবা এবং আতিথেয়তার জন্য ডাকা হয়। এখানে সবকিছু দেয়ার পর কর্মীদের বলা হয় বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে সেবার জন্য আস। জামাতের ব্যবস্থাপনা বাকি সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করবে।

আমি যেভাবে বলেছি সকল কর্মী পুরুষ মহিলা বালক বৃদ্ধরা সৌভাগ্যবান যে মসীহ্ মাওউদদের অতিথিদের সেবার দায়িত্বে তাদের নিয়োজিত করা হয়েছে। এ যুগে হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর জীবনাদর্শে, তার মনিবের অনুকরণে আমরা সেই দৃষ্টান্ত দেখি, তিনি মেহমানদের আতিথিয়ের জন্য নিজের আরাম বিসর্জন দিয়েছেন। শীতের মাঝে কোন লেপ-তোষক বা বিছানা ছাড়াই রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য হযরত আম্মাজানের গয়না বা অলংকার রুপিয়ার ব্যবস্থার জন্য ব্যবহার করেছেন। আর এই কুরবানীর চেতনা তাঁর সাহাবাদের মাঝেও দেখা যায়। তারা অন্যদের আরামকে নিজেদের আরামের ওপর প্রাধান্য দিতেন। হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) জলসার প্রেক্ষাপটে এটি বলেছেন, নিজেদের অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিবে আমাদের বন্ধু বা সাথীদের এমন হওয়া উচিৎ নয়। অর্থাৎ তাদের কুরবানী করা উচিৎ, ত্যাগ স্বীকার করা উচিৎ।

এরপর মসীহে মাওউদ (আ.)এর জীবনাদর্শ থেকে একটা ঘটনা উল্লেখ করতে চাই, আমাদের কর্মী-ওহদাদারদের জন্য এটি একটি আদর্শ, আর কর্মীদের জন্য একটি শিক্ষনীয় ঘটনা। হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানি (রা.) বর্ণনা করেন, জঙ্গে মুকাদ্দাসের বক্তৃতার সময় অনেক অতিথির সমাগম ঘটে। একদিন হযতর মসীহে মাওউদ (আ.) এর জন্য খাবার রাখা বা খাবার উপস্থিত করতে ভুলে যাই। আমার স্ত্রীকে আমি এ মর্মে তাগাদা দিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু তিনি কাজের ব্যস্ততার কারনে ভুলে যান। রাতের একটা বড় অংশ কেটে যায়। হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) দীর্ঘ অপেক্ষাপর পর খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন তখন সবাই চিন্তায় পড়ে যায়। তখন বাজারও বন্ধ হয়ে যায়। বাজারে খাবার পাওয়া যায় নি। হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর সামনে পুরো চিত্র তুলে ধরা হয়। তিনি বলেন, এতো উৎকণ্ঠিত হবার প্রয়োজন কী? দস্তরখান দেখো, কিছু খাবার হয়তো পড়ে থাকবে তাই যথেষ্ট হবে। দস্তরখান দেখার পর পড়া কয়েকটি রুটির টুকরো চোখে পড়ে। তিনি বলেন, এটিই যথেষ্ট আর সেখান থেকে দু'একটি টুকরো নিয়ে খেয়ে ফেলেন। অতএব এতে আমাদের কর্মীদের জন্য শিক্ষনীয় দিক রয়েছে। অতিথিদের খাতিরে কুরবানী করা উচিৎ। ত্যাগ স্বীকার করা উচিৎ। হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী রা. বলেন, বাহ্যত এটি একটি সামান্য একটি ঘটনা যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর অনাড়ম্বরতা এবং অকৃত্রমতার আশ্চর্য জনক নৈতিক নিদর্শণ। এটি খাবারের জন্য নতুন ভাবে ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিলো আর সবাই তাতে আনন্দিত হতো। কিন্তু তিনি তা পছন্দ করেন নি যে এ অসময়ে কাউকে কষ্ট দিবো। তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন নি যে তার জন্য কোন ভালো খাবার আসে নি। আর তার এই ভ্রুক্ষেপহীনতা এবং উদাসীনতার জন্য কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করেন নি। আর ক্রোধও প্রকাশ করেন নি। আর ক্রোধও প্রকাশ করেন নি বরং সানন্দে বড় মনের পরিচয় দিয়ে অন্যের যে ভীতি এবং আশংকা ছিল তা দূর করেছেন।

তাই কখনও যদি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় বা পরিস্থিতি দেখা দেয় তাহলে সবসময় এ কথা দৃষ্টিতে রাখা উচিৎ। আমাদের কর্মীদের বেশীর ভাগ আল্লাহ তা'লার ফযলে এমন যারা উত্তম আচরণ প্রদর্শন করেন। তারা অন্যদের ব্যবহারে বেশী মাথা ঘামান না। কিন্তু অনেক সময় কিছু মানুষ এমনও হয়ে থাকে যারা অভিযোগ করে, তাদেরকেও এ কথা সামনে রাখতে হবে। কিন্তু সকল বিভাগের কর্মকর্তা আর পুরো মেহমান নেওয়াযি বিভাগের দায়িত্ব হলো কর্মীদের জন্য প্রথমেই ব্যবস্থা করা যেন তারা যখন দায়িত্ব শেষে ফিরে আসেন তাদেরকে খাবার দেয়া যেতে পারে বা অন্য কোন ব্যবস্থা থাকা চাই। নীতিগত একটি দিকনির্দেশনা যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে দিয়েছেন তা সবসময় কর্মীদের সামনে রাখা উচিৎ। অতিথী সেবার ব্যবস্থাপনা বা আতিথেয়তা সম্পর্কে কথা আসলে তিনি বলেন, আমার স্মৃতিপটে সবসময় এই চিন্তা বিরাজ করে যে, কোন অতিথীর কষ্ট হওয়া উচিৎ নয়। বরং আমি সবসময় নসীহত করি যে, যথাসাধ্য অতিথীদের আরাম বা স্বাচ্ছ্যন্দের ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ। অতিথীর হৃদয় আয়নার মতো ভংগুর হয়ে থাকে। একটু আঘাত লাগলেই তা ভেঙ্গে যায়। তিনি বলেন যে, আমি এর পূর্বে যে ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম তা হলো, আমি স্বয়ং অতিথীদের সাথে বসে খাবার খেতাম। কিন্তু যখন থেকে আমার রোগ বেড়ে যায় তখন বেঁছে খাবার খেতে হয়। আর এই রিতী অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। একই সাথে অতিথীর সংখ্যা এতো বেড়ে যায় যে, জায়গা যথেষ্ট হতো না। তাই বাধ্য হয়ে পৃথক ভাবে খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সবার জন্য আমাদের

পক্ষ থেকে এই অনুমতি আছে যে, আপনারা খোলামেলা নিজেদের কষ্টের কথা বলুন। অনেকে অসুস্থ্য হয়ে থাকে তাদের জন্য পৃথক খাবারের ব্যবস্থা হতে পারে।

এ কথা সবসময় স্মরণ রাখা উচিৎ আমাদের, কোন সময় কোন অতিথী বা মেহমানের আবেগ অনুভূতীতে যেন আঘাত না আসে। সব সময় সকল কর্মীর উন্নত আচরন প্রদর্শন করা উচিৎ। সকল স্থানে সকল জায়গায়। যদি কেউ কষ্টের কথা বলে থাকে তাহলে তাকে রুক্ষ জবাব দেয়ার পরিবর্তে তার কষ্ট দূরীভূত করার চেষ্টা করা উচিৎ।

অবশেষে আমি এ কথা বলতে চাই যে, আল্লাহ তা'লার বিশেষ কৃপায় বিভিন্ন বিভাগে এখন কর্মীদের যথেষ্ট প্রশিক্ষন হয়ে গেছে, তরবিয়ত হয়েছে। তারা নিজেদের কাজ ভালভাবে বোঝেন আর সেই কাজের দক্ষতাও তাদের রয়েছে। কিন্তু অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় বিশ্বাস ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি সৃষ্টি করে। বিশ্বাস অবশ্যই করুন কিন্তু সূক্ষ্মতায় প্রবেশ করে এর প্রতিটি দিক এর ওপর দৃষ্টি রাখার বিষয়ে উদাসীন্য দেখাবেন না।

দ্বিতীয় কথা হলো নিরাপত্তার যে দিকটি রয়েছে, নিরাপত্তা বিভাগকে অনেক সক্রিয় হতে হবে। জামাত যেভাবে সারা পৃথিবীতে পরিচিতি লাভ করছে, ক্রমশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এর মাধ্যমে হিংসুক এবং বিরোধীদের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর জামাতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র এবং পরিকল্পনা তারা হাতে নিচ্ছে। তাই এই বিভাগকে সকল অর্থে এখন থেকে সক্রিয় হতে হবে। কিন্তু এটিও স্মরণ রাখবেন যে, নিরাপত্তার সকল গভীরতা এবং নিরাপত্তার প্রতি গভীর দৃষ্টি দেয়ার পাশাপাশি আমি যেভাবে বলেছি যে, আমাদের সুন্দর ব্যবহার এবং সুন্দর আচার আচরনে যেন কোন ত্রুটি না আসে। যেখানে চেকিং পয়েন্ট রয়েছে সেই কর্মী যেন সেখানে উন্নত আচরণ প্রদর্শন করে। শুধু কম বয়স্ক বালকরা যেন না থাকে বরং বয়স্ক ও পরিপক্ক বুদ্ধির মানুষও সেখানে থাকা চাই। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এ সমস্ত কর্মী নিজেদের কাজ সুন্দরভাবে সমাধা হওয়ার জন্য দোয়া করুন। আমাদের সকল কাজ কোন যোগ্যতা বা কোন চেষ্টার বলে নয় বরং খোদা তা'লার সাহায্যে হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'লার ফযল এবং তাঁর সাহায্য লাভের জন্য দোয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের কখনও তা ভুলা উচিৎ নয়। অনুরূপভাবে আমাদের সবাইকে, কর্মীরা ছাড়াও সবার দোয়া করা উচিৎ যে, আল্লাহ তা'লা যথাসময়ে জলসার কাজ সম্পন্ন করার তৌফিক দিন। আর অতিথীদের জন্য সকল অর্থে সুযোগ সুবিধা এবং নিরাপত্তার বিধান হোক।